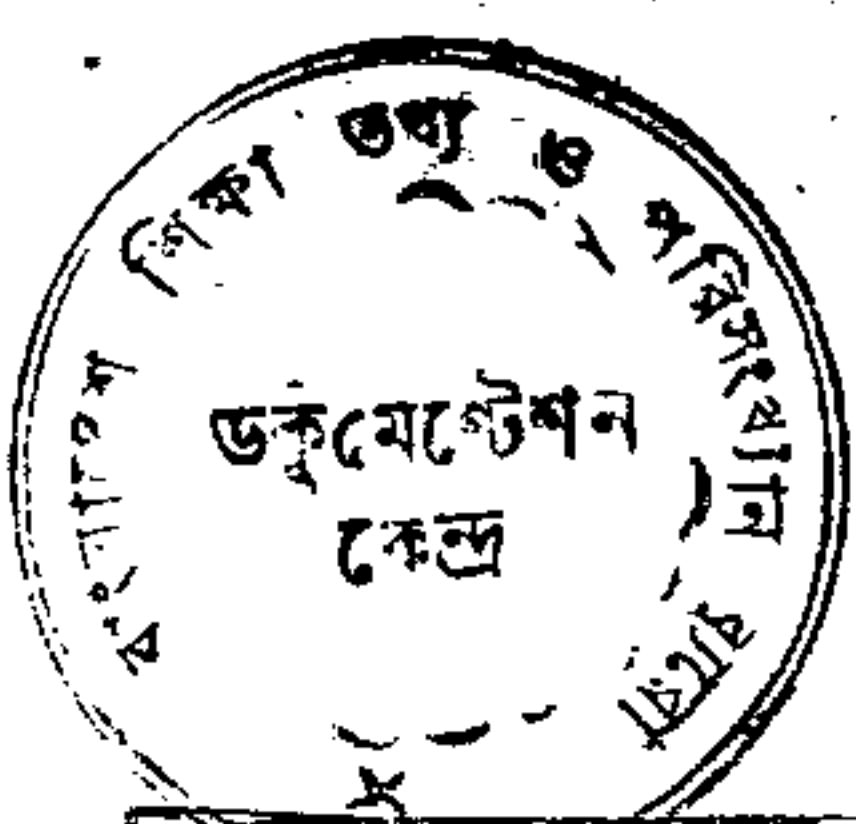


তারিখ 3 JAN 1987
 পৃষ্ঠা... 4



উপজেলা পরিক্রমা

ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁও, ২৯ জানুয়ারী (সংবাদদাতা)।— একদা ঠাকুরগাঁও ছিল ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। লোক বসতি ছিল খুব কম। আজ সেখানে অট্টালিকার পরে অট্টালিকা, গ্রামের পর গ্রাম গড়ে উঠেছে। জনশ্রুতি আছে, অনেক দিন পূর্বে ঠাকুরগাঁও শহরের ওখানে ছিল একটি ছোট্ট বাজার ও হিন্দুর একটি ঠাকুর বাড়ী। সেই প্রাচীন নামানুসারে এ উপজেলার নামকরণ হয় ঠাকুরগাঁও। এ উপজেলার আয়তন ২৫২ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৩,২৬,১৫১ জন, ইউনিয়ন ১৯টি।

কৃষি
 এ উপজেলার শতকরা ৯০ জনেরও বেশী লোক কৃষিজীবী। উপজেলার প্রধান উৎপাদিত ফসল হচ্ছেঃ ধান, পাট, ইক্ষু, গম ও তিল ইত্যাদি। এ উপজেলাবাসীরা প্রধানতঃ কৃষির উপর নির্ভরশীল। তবে কৃষি ক্ষেত্রে দুরবস্থার জন্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় না। গভীর ও অগভীর নলকূপের দুর্দশার কারণে এ উপজেলার কৃষকরা বিভিন্ন সমস্যা ও বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। খরা, ভাল বীজ, কীটনাশক ও সারের জন্য কৃষকরা লক্ষ্যমাত্রায় ফসল উৎপাদন করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

শিক্ষা ব্যবস্থা
 এ উপজেলায় ১টি আলিয়া মাদ্রাসা, ১টি সিনিয়র মাদ্রাসা (ফাজিল), ৪টি দাখেল ও প্রায় ২৬টি এবতেদায়ী (প্রাইমারী) মাদ্রাসা এবং ১টি সরকারী ও ৩টি বেসরকারী মানের কলেজ রয়েছে। ১টি মহিলা কলেজ, ৪৩টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ১৭৫টি সরকারী প্রাইমারী স্কুল এবং ৪৭টি বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল রয়েছে। হাফেজী মাদ্রাসা ৪টি। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানগুলো সমস্যার আওর্তে। অভাব অনটন এবং আসবাবপত্র, বইপত্র, বিদ্যালয় ভবনের করুণ অবস্থা এ উপজেলার শিক্ষা ক্ষেত্রে করুণ অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা
 এ উপজেলায় ১টি হাসপাতাল, ১টি মেডিকেল স্কুলসহ বিভিন্ন ইউনিয়নে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কয়েকটি পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক রয়েছে। কিন্তু

এগুলোতে প্রয়োজনানুপাতে ওষুধ সরবরাহ না করায় রোগীরা সূচিকিৎসা হতে বঞ্চিত। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে হয়। হাসপাতালগুলোতে শুধুমাত্র কয়েকটি টেবলেট যেমন— প্যারাসিটামল, হিস্টামিন, সোডামিন ইত্যাদি ছাড়া কোন উন্নতমানের ওষুধ পাওয়া যায় না।

যোগাযোগ
 ঠাকুরগাঁও শহরের উত্তরে এ উপজেলা সদরের সাথে অন্যান্য উপজেলার সড়ক যোগাযোগ রয়েছে। গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাটগুলো অধিকাংশই কাঁচা। শহর এলাকা ছাড়াও কিছু কিছু গ্রামে পল্লী বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা আছে। তবে অধিকাংশ গ্রামগুলোতে এখন পর্যন্ত বিদ্যুতের ছোঁয়া লাগেনি। তাছাড়া বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন এলাকাগুলোতেও নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ না হওয়ায় এলাকাবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

হাট-বাজার
 এ উপজেলায় ছোট-বড় মিলিয়ে বেশ কয়েকটি হাট-বাজার রয়েছে। এর মধ্যে ৪টি হাট উল্লেখযোগ্য। এ উপজেলার বেশ কয়েকটি হাট পাকা রাস্তার উপর গড়ে উঠেছে। এ রাস্তায় প্রতিদিন শত শত গাড়ী যাতায়াত করে। তাই জনসাধারণকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ স্থলে ক্রয় বিক্রয় করতে হয়।

কুটির শিল্প
 এখানে বাশ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কুটির শিল্পের জিনিস তৈরী করা হয়। যেমন—ঢাকী, চাটাই, কুলা ইত্যাদি। কিন্তু বাশের দুর্মূল্যের জন্য অনেকে এই পেশা ছেড়ে দিচ্ছে। এখানে কিছু কিছু লোক তাঁতেরও কাজ করে থাকে। তবে তাদের সংখ্যা খুব কম। এদেরও অনেক সমস্যা রয়েছে।

শিল্প কারখানা
 শিল্প কারখানার মধ্যে ঠাকুরগাঁও চিনির কারখানা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া একটি অটোমেটিক রাইস মিলসহ বিভিন্ন হাট-বাজারে প্রায় ২৫টি রাইস মিল ও ৫টি স' মিল রয়েছে।